ভারতবর্ষ এবং বাবরি মসজিদ

দূর্বা ব্যানার্জী

সকালটা ছিল ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল, আমি তখন খুবই ছোট। অন্যান্য দিনের মতই সেই দিনেও বাড়িতে একের বেশি সংবাদপত্র এসেছিল। কিন্তু সেইদিন কাগজ পড়ার পর মা বাবার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, কিছু একটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটেছে; পরে জানতে পেরেছিলাম ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ সাল ছিল ভারতের ইতিহাসের এক কালো দিন। আর আমার ছোটবেলার স্মৃতিতে একটা ঝাপসা ছবি আজও মনে রয়ে গেছে। সেটা আমি সেদিন সব কাগজে দেখেছিলাম- একটা উচু ডিম্বাকার ইমারতের উপর বেশ কিছু লোকজন হাতে কিসব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

এরপর অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে, ঘটে গিয়েছে দেশে বহু রাজনৈতিক পালাবদল, কিন্তু তখন ওই ৬ই ডিসেম্বর দিনটা আমার স্বাধীন দেশের কালো দিবস হিসেবেই জানতাম। ২০০৬ সাল তখন, ইদ উপলক্ষ্যে এক বান্ধবীর বাড়ি নিমন্ত্রনে গিয়েছিলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি গল্প হচ্ছিল বান্ধবীর এক দাদুর সঙ্গে। অনেক কথা বলতে বলতে হঠাত ওনার গলাটা একটু ধরে আসে, চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলেছিলেন, "সেদিন এর পর ভাইটা বাবরি থেকে আর ফিরল না!" যদিও এরপর অন্য অনেক গল্প হয়েছিল, কিন্তু কেন জানি না আনন্দের সুরটা কোথাও যেন কেটে গিয়েছিল।

Society Language and Culture

আমরা সবাই কমবেশি জানি '৯২ সালের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার মূল সমস্যা ঠিক কি ছিল। একদিকে আমাদের সবার ইতিহাসে পড়া তথ্য, সম্রাট বাবর যখন ভারতে রাজত্ব করেছিলেন তখন তাঁর নির্দেশে কমান্ডার মির বাকি বাবরি মসজিদ তৈরী করেছিলেন। অন্যদিকে, পুরাণের কাহিনী অনুসারে, অযোধ্যাই ছিল পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ আর্য রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি, যিনি হিন্দুধর্মের অন্যতম পূজ্য দেবতা বিষ্ণুদেবেরই এক অবতার এবং ওই মসজিদের স্থানটিই নাকি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল। অর্থাৎ, ওই জমিটি হিন্দুধর্মের কাছেও যেরম গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক সমানভাবেই ইসলাম ধর্মের কাছেও স্থানটির যথেষ্ট মাহাত্য আছে। উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয় চাপান-উতোর এবং সমস্যাটির সাময়িক ইতি দেওয়ার জন্য মসজিদের প্রধান স্থান থেকে একটু দূরে 'রাম চবুতরা' তৈরী করা হয়। মসজিদের প্রধান স্থান বন্ধ রাখা হয় যাতে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় কেউই সেখানে ঢুকতে না পারে।

এরপরেই আসে সেই ভয়ঙ্কর দিন যার কথা আজও ভাবলে বহু মানুষ ত্রস্ত হয়ে যান। তখন দেশ জুড়ে ছুটে চলেছে হিন্দুত্বের রথ, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এমন সময়ে একদিন সকালে একদিকে রাম চবুতরা থেকে ধওনিত হচ্ছে, "এক ধাক্কা অওর দো, বাবরি মসজিদ তোড় দো"... অন্যদিকে হিন্দু করসেবকরা উঠে গিয়েছে মসজিদের মাথার উপর। একের পর এক আঘাতে ভেঙে পড়ছে বহু পুরানো ভারতের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলা এক ইমারত! উত্তরপ্রদেশের পুলিশব্যবস্থা ব্যর্থ এই ঘটনাকে আটকাতে, মুসলিম সম্প্রদায় আতঙ্কে

দিশাহারা নিজেদের ধর্মস্থানের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে! কিন্তু একদিকে যেমন ধ্বংসের কাজ চলেছিল, অন্যদিকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেছিল বহুজন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে মাটিতে মিশে গেল দেশের অন্যতম দর্শনীয় প্রতীক এবং দেশের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের স্বাক্ষর বাবরি মসজিদ! এর সঙ্গে গোটা ঘটনায় মারা গিয়েছিল সেইদিন ২০০০-এরও বেশি সংখ্যক মানুষ, আহত হয়েছিল আরও বেশি এবং এরা সবাই ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে ছিল 'ভারতীয় নাগরিক'!

আজও সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি থেকে আমার বান্ধবীর দাদুর মতো বহু মানুষ বেরিয়ে আসতে পারেননি, তাঁর মতোই বহু পরিবার সেই দিনে হারিয়েছিল তাদের স্বজন, হারিয়েছিল আশ্রয় এবং এই ঘটনার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্বাধীনতার আগে, এই ধর্মীয় ভাবাবেগের সুযোগ নিয়েই ইংরেজ শাসকরা দেশে ভাঙন ঘটিয়েছিল। ঠিক সেই পথেই চলে সুবিধাবাদী চরমপন্থী রাজনৈতিক কিছু দল দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ ছড়িয়ে দিয়ে দাঙ্গা বাঁধাতে আবার সক্ষম হয়েছিল এবং সেই বিদ্বেষ, এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা আজ একবিংশ শতকে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় এর 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের একটি বিখ্যাত উক্তি যা অভিনেতা উৎপল দত্তের চরিত্রটির মুখে শোনা গিয়েছিল, 'রিলিজিয়ান মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অর্গানাইজড রিলিজিয়ন তো বটেই'। এই কথাটি যে কতটা বাস্তবচিত তা ১৯৯২ সালের ঘটনা এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঘটনা খেয়াল করলে খুব ভালোভাবেই বোঝা যাবে।

Society Language and Culture

এর কিছু বছর পরেই এল সেই দিন, যে দিন আমার মতো দেশের বহু মানুষের বিচারব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা, বিশ্বাস চলে গেল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত দীর্ঘ বছর ধরে চলা বাবরি-অযোধ্যা বিতর্কিত জমি মামলার রায় দিলেন ৯ই নভেম্বর ২০১৯ সালে। বহু প্রমাণ, মতামত, সাক্ষ্য বিচার করে পাঁচজন বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, জমিটিতে পূর্বে হিন্দু মন্দিরের অবশিষ্ট ছিল, তাই জমিটি রামমন্দির তৈরী করার জন্য দান করা হল। তবে বিচারকরা অপরপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করেননি, সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হল উত্তরপ্রদেশের যে কোন অন্য পাঁচ একর জমি যাতে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া হয় মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। অর্থাৎ, একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌম দেশে একবিংশ শতাব্দীতে, ইতিহাস হেরে গেল পুরাণের কাছে এবং আমাদের ভারতবর্ষ আরও একধাপ এগিয়ে গেল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে!

এই রায়ের ঠিক পরের বছর, সমগ্র বিশ্ব আতঙ্কিত এক মহামারীতে, তার নাম করোনা। লাখ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছে, না খেতে পেয়ে দিশাহারা হাজার হাজার শ্রমিক, এই অতিমারীর কবলে মারা গিয়েছে বহু মানুষ, থমকে গিয়েছে আমাদের দেশ-সহ গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সাধারণ জীবনযাপন ব্যবস্থা। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-পুলিশ দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে পর্যুদস্ত, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঠেকেছে তলানিতে। বিভিন্ন দেশে গবেষকরা উদয়াস্ত কাজ করে চলেছেন এই অতিমারীর টিকা আবিষ্কার করার জন্য। আস্তে আস্তে প্রতিটি দেশ সম্পূর্ণ লকডাউন অবস্থা থেকে আনলক-অবস্থার দিকে এগোচ্ছে, ঠিক এমন সময় আমাদের ভারতবর্ষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ৫ই আগস্ট ২০২০! স্থাপিত হল অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তি প্রস্তর এবং দেশের বিভিন্ন জায়গার মানুষ করোনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে

বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় তাদের অপার ভক্তি নিয়ে! অবস্থাটা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে গেলে শরনাপন্ন হতে হয় রবি ঠাকুরের,

"রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম,

ভক্তেরা লুটায়ে করিছে প্রণাম।"

অতএব, আবার প্রমাণিত হল মানুষের জীবনের থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় হল ধর্ম এবং অন্ধভক্তি মানুষের সাধারণ ভাবনা চিন্তা, বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ একটি স্মরণীয় দিন, এই দিন আরও একবার কিছু মানুষ আস্থা হারালো দেশের বিচারব্যবস্থার উপর থেকে! সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন বেশ কিছু তাবড় তাবর নেতা, যাঁদের নামে ১৯৯২ সালের মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। যদিও এই অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যে দাবি জানিয়েছিলেন যে, রাম মন্দির স্থাপন করার জন্য এটি কোন দোষের কাজ হয়নি এবং এর জন্য তাঁদের যদি ফাঁসির সাজাও দেওয়া হয় তবে হাসি মুখে তাঁরা সেই সাজা গ্রহণ করবেন! তাঁর পরেও দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জানিয়ে দিল, 'সব দোষ জনরোষ' এবং এই জনরোষে কেউ মদত দেয় নি, সবাই নির্দোষ!

অতঃপর, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক দেশে জারি রইল বিভেদের রাজনীতি, ধর্মীয় বিরোধকে সঙ্গে করে! আমার একবিংশ শতকের ভারতবর্ষ এগিয়ে গেল একধাপ অসাম্য অন্ধকারের দিকে। যে দেশে সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষ একসঙ্গে থাকে, আমার সেই চেনা দেশ আবার একবার হেরে গেল ধর্মান্ধ-অসহিষ্ণু অচেনা এক ভারতবর্ষের কাছে!

Society Language and Culture